মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৭৯

পর্ব-৩: পাক-পবিত্রতা (كتاب الطهارة)

পরিচ্ছেদঃ ৩. প্রথম অনুচ্ছেদ - মিসওয়াক করা প্রসঙ্গে

بَابُ الْمِسْوَاكِ

আরবী

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرَ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَحلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ)
يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ ـ قَالَ الرَّاوِي: ونسيت الْعَاشِرَة إِلَّا أَن تكون الْمَضْمَضَة. رَوَاهُ مُسلم
وَفِي رِوَايَةٍ «الْخِتَانُ» بَدَلَ «إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ» لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ
وَلَكِنْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ «الْجَامِعِ» وَكَذَا الْخطابِيّ فِي «معالم السّنَن» :

বাংলা

৩৭৯-[৪] ’আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দশটি বিষয় ফিত্বরাহ্ অর্থাৎ- প্রকৃতিগত স্বভাবের অন্তর্গত। (১) গোঁফ খাটো করা, (২) দাড়ি লম্বা করা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, (৫) নখ কাটা, (৬) আঙ্গুলের গিরাগুলো ধোয়া, (৭) বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা, (৮) গুপ্তাঙ্গের লোম কাটা, (৯) শৌচকাজ করা (পবিত্র থাকা) এবং রাবী বলেন, দশমটা আমি ভুলে গেছি, সম্ভবত তা ’কুলি করা’। (মুসলিম)[1]

অপর এক বর্ণনায় (দ্বিতীয় জিনিসটি) দাড়ি বাড়াবার স্থলে খতনা করার কথা এসেছে। মিশকাতের সংকলক বলেন, এ বর্ণনাটি বুখারী-মুসলিমে আমি পাইনি, আর হুমায়দীতেও নেই (যা সহীহায়নের জামি’)। অবশ্য এ রিওয়ায়াতকে জামি’উস্ সগীরে উল্লেখ করেছেন। এভাবে খাত্ত্বাবী (রহঃ) মা’আলিমুস সুনানে বর্ণনা করেছেন।

ফুটনোট

[1] সহীহ : মুসলিম ২৬১।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: فِطْرَةٌ (ফিত্বরাহ্) অর্থ জন্মগত স্বভাব। ফিত্বরাহ্ বিশিষ্ট সেই দশটি সুন্নাতের প্রথমটি হলো قَصُّ الشَّارِبِ অর্থাৎ- মোচ বা গোঁফ এমনভাবে ছাঁটা যাতে উপর ঠোঁটের রক্তিমতা প্রকাশ পায়। বুখারী মুসলিমের বর্ণায় أَحْفُوا الشَّوَارِبَ এসেছে, إِحْفَاءُ শব্দের অর্থ মূলোৎপাটন করা। কেউ কেউ বলেছেন, গোঁফ খাটো করা যায় আবার একেবারে ঠোঁটের সাথে লাগিয়ে ছোট করাও বৈধ।

(إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ) অর্থাৎ- দুইগাল এবং থুতনীতে উদগত চুলগুলোকে দাঁড়ি বলা হয়। দাড়ি না কেটে ছেড়ে দেয়া এবং বর্ধিত করা। কোন কোন পূর্ববর্তী ‘আলিম সৌন্দর্য বর্ধন এবং উপযোগিতার ক্ষেত্রে দাড়ির দৈর্ঘ্য প্রস্থের দিকে কিছু কাটার বৈধতা দিয়েছেন। তবে তা যেন প্রসিদ্ধতা লাভের উদ্দেশে না হয়।

(قَصُّ الْأَظْفَارِ) নখ কাটা। অর্থাৎ- আঙ্গুলের মাথায় অবস্থিত নখের বর্ধিতাংশ কেটে ফেলা। কেননা সেই বর্ধিতাংশে ময়লা একত্রিত হয়ে আঙ্গুলকে নোংরা করে ফেলে। কখনো কখনো তা এত বড় হয় যা উযূতে পানি পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

(غَسْلُ الْبَرَاجِمِ) অর্থাৎ- আঙ্গুলের গ্রন্থি ও গিঁট ধৌত করা। এর মাধ্যমে তিনি ময়লা জমে থাকার স্থানসমূহ পরিষ্কার করার জন্য দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

(نَتْفُ الْإِبِطِ) (নাৎফুল ইবত্ব) نَتْفٌ শব্দের অর্থ আঙ্গুল দিয়ে চুল উপড়ানো, অর্থাৎ- বগলের চুল হাতের আঙ্গুল দিয়ে উপড়িয়ে ফেলা। কেননা আঙ্গুল দিয়ে উপড়ালে তা দুর্বল হয়ে পড়ে ফলে তার বৃদ্ধি কম হয়। তবে বগলের চুল কর্তন করার মাধ্যমে সুন্নাত আদায় হবে কিনা- এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন কর্তনসহ যে কোন উপায়ে অপসারণ করার মাধ্যমে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা এর মূল লক্ষ্য হলো ময়লা পরিষ্কার করা, বিশেষত সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা অবশ্যই বৈধ যে তা উপড়ানোতে কষ্ট পায়।

(حَلْقُ الْعَانَةِ) (হালকুল ‘আ-নাহ্) عَانَةٌ বলা হয় নারী-পুরুষের শরীরের সামনের দিকে লজ্জাস্থানের উপর বা তার উৎসস্থলে উদগত চুল। কেউ কেউ বলেছেন, পিছনের স্থানের চারপাশে উদগত চুল। অতএব এ উক্তিগুলোর ভিত্তিতে সামনে ও পিছনের লজ্জাস্থানের চারপাশে উদগত সমস্ত চুলগুলো কর্তন করা মুসতাহাব। তবে কেউ কেউ বলেছেন, মহিলাদের তা কর্তন না করে যে কোন উপায়ে উপড়ে ফেলাই উত্তম।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54938

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন